তুইয়েরই পরস্থিত দন্ত্য"ন" মুৰ্দ্ধন্য "ণ"কার হইয়া থাকে, কিন্তু মুৰ্দ্ধন্য "ষ" এবং "র" পৃথকবর্ণ হইলেও তুল্যকার্য্যকারী। তেমনি পুণ্যকর্ম্মসাধ্য স্বর্গ, অভেদ-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ, পাপকর্ম্মসাধ্য নরক, পৃথক বস্তু হইলেও ভক্তি-সাধকের জীবনীশক্তিরূপ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সহিত নিজের দাস্যাদি একতর সম্বন্ধের বিঘাতক বলিয়া স্বর্গ, মোক্ষ, নরকে তুল্যদৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রমাণানুসারে নরকের মত মোক্ষেও ভক্তগণ হেয়ত্ব দৃষ্টি করেন। এইজন্য অভেদানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধ্য মোক্ষকে তাঁহারা প্রসাদাভাস বলিয়াই মানেন। যদি কেহ নিজ মতি অনুসারে মোক্ষকে শ্রীভগবানের প্রসাদ বলিয়া মনে করেন, সেটি নিজমতিকল্পিত বলিয়া সগুণই। এস্থানের তাৎপর্য এই যে—পূর্ব্বে যে পূর্ব্বপক্ষ তোলা হইয়াছিল, ভক্তিটি যেমন নিগুর্ণসাধুসঙ্গ হইতে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া নিগুর্ণা, তেমনি ব্রহ্মানুভব ও ভগবৎ প্রসাদ হইতে উত্থিত হয় বলিয়া কেন নিগুর্ণ হইবে না? সেই পূর্ব্বপক্ষেরই এই মীমাংসা করিলেন যে—নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবরূপ মোক্ষ শ্রীভগবানের প্রসাদ হইতে উত্থিত নয়। যেহেতুক পরমবিজ্ঞ ভক্তরসিক শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, উদ্ধব প্রভৃতি, এমনকি জ্ঞানী-গণের আদিগুরু সনকাদি ঋষিগণও পরাবস্থায় ঐ জাতীয় মুক্তিকে অর্থাৎ অভেদানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধ্য জীবচৈতন্যের সহিত সর্ব্বথা অভেদব্রহ্মানু-ভবাত্মক মোক্ষকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেবল কোনও কোনও মোক্ষার্থীগণই সেই মোক্ষকে প্রসাদ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কারণ যাহারা শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারা শ্রীহরিহস্তে নিহত হইয়া যে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, বহুকাল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, নিয়ম প্রভৃতি শ্রমসাধ্য সাধন করিয়াও সেই সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলে কেমন করিয়া সেই মুক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে! কারণ যেটি ভগবদ্বিদ্বেষীজনের প্রাপ্য, সেইটি সাধকজনের সাধনতুষ্ট শ্রীভগবানের প্রদেয় হইতে পারে না। অতএব. কৈবল্যজ্ঞানও সত্ত্বগুণ হইতে সমুত্থিত বলিয়া সগুণ। বিশেষতঃ সেই কৈবল্যজ্ঞানের সত্ত্বগুণ সম্বন্ধেই জন্ম অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এই স্থানে বাদী এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে—মানবের অন্তর ও বাহির ইন্দ্রিয়সকল গুণময়ই অর্থাৎ গুণবিকার। অতএব, সেই গুণবিকার ইন্দ্রিয়গণ হইতে উত্থিত জ্ঞান ও ক্রিয়া কেমন করিয়া নিগুর্ণ হইতে পারে? তাহারই উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ বলিতেছেন—জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণময় জড়ের ধর্ম্ম নয়। যেমন জড়ীয় ঘটে জ্ঞান বা